কভার পেজ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ মসিউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সচিব, বাংলা একাডেমি	সদস্য
মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
সামছুন্নাহার বেগম, প্রাক্তন, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, সচিব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	সদস্য
ছানিয়া আক্তার, সিনিয়র সহকারী সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
রাখী রায়, আঞ্চলিক পরিচালক (চ.দা.), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	সদস্য
মোঃ জাহেদুল হাসান, উপসচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ : রাখী রায়

আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকাশকাল : ----------

মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম মাপকাঠি। বাংলাদেশের সংস্কৃতি সহস্রাব্দ প্রাচীন, বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদির নির্দশন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবছরের মতো এবারও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এটি একটি আনন্দ সংবাদ। আমি এ শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭টি অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। দেশজ শিল্প-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে জাতীয় গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে এদেশের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণপূর্বক একটি রুচিশীল, মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও মেধাবী জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ার প্রয়াসে আমরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে চলেছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা থেকে প্রকাশিত এ পুস্তিকার মাধ্যমে জনগণ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী

সচিব

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বছরব্যাপি সে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার প্রয়াস থাকে। একদিকে এই প্রতিবেদন দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় অন্যদিকে এটি একটি স্বীকৃতিও বটে। এই বোধের ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত সামগ্রিক কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তা আবশ্যিকভাবে আমার কাছে এবং একই সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আনন্দের সংবাদ।

এই ভূখন্ডের হাজার বছরের জীবন-বৈচিত্র্য, ইতিহাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হৃদয়ে লালন এবং ধারণপূর্বক যথাযথ সংরক্ষণ উন্নয়ন ও বিকাশকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশ করতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি এ শুভযাত্রার অগ্রগামিতা ধারাবাহিকভাবে ধাবিত হবে আগামীর পথে। যে পথে দেখা মিলবে একটি মানবিকবোধসম্পন্ন, জ্ঞানদীপ্ত এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজের।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মতো শ্রমসাধ্য কাজ যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে তাঁদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। নন্দিত এ প্রয়াস যেন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকে এ আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: ইব্রাহীম হোসেন খান
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদকের কথা

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রতিটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ। সংস্কৃতি, সময় ও নদীর স্রোতের মতো বহমান ধারা, যা সমাজের গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনচেতনা, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ, বিশ্বাসসহ সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ভাস্বর।

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হাজার বছরের প্রাচীন। এদেশের সবুজ-শ্যামল মায়াময় পরিবেশ, সুজলা, সুফলা ভূমি, সম্পদের প্রাচুর্য, মানুষের অকৃত্রিম আতিথেয়তায় যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বর্ণ, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে এদেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যথাযথ বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। অপসংস্কৃতি রোধ, মেধা ও মননশীলতার চর্চা, পাঠক ও পাঠাভ্যাস তৈরির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন, লোকজ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ, মানবিকবোধসম্পন্ন মুক্ত চিন্তার মানুষ তৈরির মাধ্যমে একটি উদারনৈতিক, উন্নত এবং সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে উদযাপন, দেশব্যাপী বাংলা নববর্ষ উদযাপন, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান, অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে আর্থিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান ইত্যাদি সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য কাজ। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বসভায় পৌঁছে দিতে বর্তমানে পৃথিবীর ৪০টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি রয়েছে। এ লক্ষ্য বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, স্পেন, কুয়েত ইতালি, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, চীনসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশের সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশ সফর করেছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সামগ্রিক কার্যক্রমের বিশ্লেষণধর্মী সচিত্র তথ্যাদি এ প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। এটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলে অবহিত হতে পারবে বলে আশা রাখছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মসিউর রহমান

অতিরিক্ত সচিব
ও
সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
০১.	ভূমিকা	
০২.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি	
০৩.	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কার্যাবলি	
০৪.	মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের বিবরণ	
০৫.	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম:	

১. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
২. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৩. আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৪. কপিরাইট অফিস
৫. বাংলা একাডেমি
৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
৭. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
৮. নজরুল ইনস্টিটিউট
৯. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা
১০. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন,সোনারগাঁও
১১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি
১২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাংগামাটি
১৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান
১৪. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
১৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি
১৬. রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী
১৭. মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

সুপ্রাচীন গৌরবময় ও বৈচিত্র্যমন্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি এই বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবকাঠামো এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্য আমাদের জাতিসত্তাকে সমৃদ্ধ এবং অলংকৃত করেছে। জীবনকে মহৎ ও বৈচিত্র্যমন্ডিত করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে অবিনশ্বর বীরত্বগাথা। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই এ দেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ২৪ মে ১৯৮৮ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

গৌরব করার মতো এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশ। জারি-সারি বাউল ও ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, আলকাপের দেশ বাংলাদেশ। গানের দেশ ও সুরের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি স্বীকৃত নাম। আবহমানকাল ধরে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ধারণ ও লালন করে চলছে এদেশের আপামর জনগণ। অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ দেশের মায়াবি প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও মতের মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও অসংখ্য লোকজ উৎসব এবং শিল্প সংস্কৃতির চর্চা এদেশের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। এদেশের মানুষের মন সহজ, সরল ও কাদামাটির মতো নরম হলেও অন্যায়, অবিচার, শোষণ এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে তারা ইস্পাতকঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী। মাতৃভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এ সবই আমাদের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। বাঙালি জাতির এ বৈচিত্র্যমন্ডিত ও ঐহিত্যবাহী সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা, লালন, উন্নয়ন ও সাবলীল বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা জুগিয়ে যাওয়া, এগুলোর উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দেশে বিদেশে এগুলোকে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

অভিলক্ষ্য (Mission)

দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

রূপকল্প (Vision)

বাঙালি সংস্কৃতির অব্যাহত বিকাশকে বাধামুক্ত করা, আবিষ্ক্রিয়া, উদ্ভাবন, শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ও ক্রীড়াসহ সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল বিকাশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে মান অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতায় আমাদের তরুণরা যাতে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে রাষ্ট্র সর্বপ্রকার সুযোগ নিশ্চিত করবে। এ অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

- সংস্কৃতি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন;
- দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;
- সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপিরাইট সংরক্ষণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন;
- ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা;
- জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন। যেমন : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন একুশে পদক প্রদান, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন ইত্যাদি;
- বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন, সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় কর্মসূচি বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকার কর্মসূচিসমূহ

- **মাতৃভাষাসহ দেশজ সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বিকাশ ও উন্নয়ন :** বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস সমুন্নত রাখার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপন, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যথা-সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা, চারুকলা ইত্যাদি লালন, বিকাশ সাধন ও উন্নয়নের লক্ষ্য আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎসবের আয়োজন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনও গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
- **হাজার বছরের ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধর্ম বিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রাখা :** দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন প্রকাশ, প্রত্নস্থলে নতুন জাদুঘর স্থাপন, জাতীয় এবং আঞ্চলিক ও বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর সম্প্রসারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিবন্ধীকরণ এবং ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এ সকল কার্যক্রম প্রদর্শন ও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তথ্যাবলি প্রকাশ করে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
- **জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা :** মানসম্মত ও শিক্ষামূলক গ্রন্থের সরবরাহ বাড়িয়ে ও গ্রন্থাগারের উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বসাধারণের পাঠাভ্যাস ও শিক্ষা প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নতুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারসমূহকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও আধুনিক ও মানসম্মত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং ই-বুক এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও রেফারেন্স লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা

১. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
২. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৩. আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৪. কপিরাইট অফিস
৫. বাংলা একাডেমি
৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
৭. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
৮. নজরুল ইন্সটিটিউট
৯. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা
১০. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
১১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি
১২. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি
১৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান
১৪. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
১৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি
১৬. রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী
১৭. মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

- জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৬ জন সুধীকে ‘একুশে পদক ২০১৬’ প্রদান করা হয়।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন করা হয়। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী একুশে গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশে পদক ২০১৬ প্রদান করছেন।

- ৮ মে ২০১৬ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। রবীন্দ্র-স্মৃতি-বিজড়িত সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানমালার

উদ্বোধন করেন। এছাড়া ঢাকাসহ রবীন্দ্র-স্মৃতি-বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, নওগাঁর পতিসর ও খুলনার দক্ষিণডিহিতে এবং দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

- ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/২৫ মে ২০১৬ তারিখ জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নজরুল-স্মৃতি-বিজড়িত চট্টগ্রাম জেলায় আয়োজন করা হয়।

- ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারিভাবে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২২ উদযাপন করা হয়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্ষবরণ ও বিদায়, বসন্ত উৎসব, বর্ষবরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস/২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
- ১৫ আগস্ট ২০১৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০১৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়।
- ইরানে অনুষ্ঠিত ২৮তম তেহরান আন্তর্জাতিক বইমেলায় মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে তেহরানে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে ২০১৫-২০১৮ মেয়াদে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম স্বাক্ষরিত হয়।
- ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে ৬ জুন ২০১৫ ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৫-১৭ মেয়াদে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- (২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ভারত, কাজাখিস্তান, মরক্কো, আরমেনিয়া, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, রাশিয়া, শ্রীলংকা, ফ্রান্স, চীন, ওমান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ভুটান, নেদারল্যান্ডস, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মিশর ও নেপাল)। বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ৪০টি দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি রয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে ভারত, কুয়েত, ভুটান, শ্রীলংকা, তুরস্ক, চীন, কম্বোডিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি/সাংস্কৃতিক বিনিময়/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেসরকারি পাঠাগার অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত ২.৩০ (দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা থেকে ৭৪৭টি বেসরকারি পাঠাগারসমূহের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০% দ্বারা বই ক্রয় করে সরবরাহ করা হয় অবশিষ্ট ৫০% ক্রসড চেকের মাধ্যমে নগদ প্রদান করা হয়।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা খাত হতে ৪,৭৬,০২,০০০ (চার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ দুই হাজার) টাকা বিভিন্ন জেলার মোট ২৫৩৭ জন সংস্কৃতিসেবীকে বিভিন্ন হারে ভাতা প্রদান করা হয়।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চামড়াশিল্প, থিয়েটার ইত্যাদি খাত হতে ৫,০৩,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ) টাকা দেশের ৯৩৯ টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১০টি	১০১.৪৮৩০ (একশত এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা	৯৩.১৫৭০ (৯১.৮০%)	০৬টি

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পসমূহ	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
০২টি	১. সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। ২. ফাইন এন্ড পারফর্মিং আর্টের ওপর প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) ৩. বাংলা একাডেমির স্টাফ কোয়ার্টাস নির্মাণ ৪. রুমা উপজেলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন	১. হাছন রাজা একাডেমী, সুনামগঞ্জ	১. সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। ২. ফাইন এন্ড পারফর্মিং আর্টের ওপর প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) ৩. বাংলা একাডেমির স্টাফ কোয়ার্টাস নির্মাণ ৪. রুমা উপজেলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন

সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুসন্ধান, দর্শনার্থীদের নিকট প্রদর্শন, উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও বর্হিবিশ্বের কাছে তুলে ধরা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। ১৮৬১ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নামে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয় । প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উপমহাদেশের এবং সেই সাথে বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ঢাকায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে বিভাগীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ঢাকায় প্রধান দপ্তরসহ ৪টি বিভাগে ৪টি আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। Antiquites Act.১৯৬৮ এর আওতায় এ বাবদ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪৫৩টি প্রত্ননির্দশনকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারকে UNESCO ১৯৮৫ সালে এবং খলিফাতাবাদ নগর (মস্ক সিটি অব বাগেরহাট) কে ১৯৯২ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। ২৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট ও জাদুঘর প্রবেশ মূল্য দিয়ে দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী ও পর্যটকগণ পরিদর্শন করেন যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এবং দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পরিচিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানার অন্তর্গত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ প্রাচীন পালতোলা নৌকার সংরক্ষণস্থল পরির্দশন করেন;
- বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন;
- অধিদপ্তরের মিলনায়তন ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহারসহ প্রত্নস্থলে সুটিং করার আবেদন অনলাইনে জমা দেয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় হতে প্রত্নস্থল ও জাদুঘরের অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- অধিদপ্তরের সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা ৪৫০ হতে ৪৫৩-তে উন্নীত হয়েছে;
- SATIDP (BP) প্রকল্পের চলমান সংস্কার সংরক্ষণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তিসমূহের সংস্কার সংরক্ষণ, খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ০২টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। অনুমোদিত ০৭টি কর্মসূচির (PPNB) কাজ চলছে। দিনাজপুরে জাদুঘর নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে;
- ০৭টি প্রত্নস্থল যথা : বগুড়ার মহাস্থানগড়, নীলফামারীর জলঢাকাস্থ ধর্মপালগড়, পঞ্চগড়ের ভেতরগড়, মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ, গাজীপুর কালিয়াকৈরস্থ ঢোলসমুদ্র প্রত্নস্থল, কুমিল্লায় শালবন বিহার এবং বাগেরহাট খানজাহানের বসতভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কার্যক্রম অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে;
- নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁওস্থ পানাম সিটিকে দর্শকবান্ধব করা হয়েছে;
- ০৩টি জেলায় জরিপ ও অনুসন্ধান এবং ০২টি বিভাগের সংরক্ষিত পুরাকীর্তিসমূহের হালনাগাদ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- সংগ্রহকৃত ৩৭টি নিদর্শন রাসায়নিক পরীক্ষাপূর্বক প্রত্নসম্পদ হিসেবে শনাক্তকরণ ও ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে;
- ৫৩২টি প্রত্ন নিদর্শন চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে;
- ০১টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রত্নচর্চা-৬ প্রকাশ করা হয়েছে;
- ০৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে;
- ৫৩২টি গ্রন্থ প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং
- বছরে দেশি ২৫,৪৬,৬২৩ জন এবং বিদেশি ১৫,৬৩৫ জন দর্শনার্থী প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ও জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- অধিদপ্তরের চলতি অর্থবছরের APA'র অধীনে সম্পাদিতব্য সকল কাজ যথাসময়ে সম্পন্নকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাতক্ষীরা জাদুঘরের জায়গা অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পাদন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী আরমেনিয়ান গির্জাকে পর্যটকবান্ধব করা;
- মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি এবং ময়মনসিংহের শশীলজকে সংস্কার-সংরক্ষণ করে দর্শকদের জন্য উন্মুক্তকরণ;
- রাজশাহীর বাঘা জাদুঘর, বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর এবং খুলনায় দক্ষিণডিহি রবীন্দ্র-স্মৃতি জাদুঘরের জন্য জনবল সৃষ্টিসহ জাদুঘর তিনটি পূর্ণাঙ্গরূপে স্থাপনের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা;
- পানাম সিটিকে মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে একটি আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;
- ০৭টি প্রত্নস্থলে উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা;
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (Antiquities) সংগ্রহ;
- ০৮ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন এবং
- কালচারাল হেরিটেজ ট্যুরিজম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ ।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়

- সার্ক কালচারাল সিটি (মহাস্থানগড়, বগুড়া)-তে জানুয়ারি' ২০১৭ সালে সার্ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- প্রত্নসচেতন জাতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের স্কুল শিক্ষা কার্যক্রম চলছে এবং
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসহ অটিস্টিক ডে-তে অটিস্টিক শিশুদের জন্য প্রত্নস্থল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের ছবি

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রাচীন পালতোলা নৌকার প্রদর্শনী পরিদর্শন

পানাম সিটি পরিদর্শনকালে ইউরোপীয় পর্যটকদের সাথে মত বিনিময়

প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিমিন হোসেন রিমি এমপি
অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও ইউ এন ও (সোনারগাঁও)

বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মন্ত্রী

ভিতরগড় প্রত্নতাত্ত্বিক খননস্থল খনন পরবর্তী সাধারণ দৃশ্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকার আরমেনিয়ান গীর্জাকে পর্যটক বান্ধব করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলা একাডেমি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা, উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতিসত্তা, নিজস্ব রাষ্ট্রগঠন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক গুরত্বপূর্ণ অধ্যায়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে বাংলা একাডেমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবনকর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও তাঁদের রচনা সংগ্রহ, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা' শীর্ষক কর্মসূচি, ফোকলোর ও সামার স্কুল শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালা, বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স' পরিচালনা, আধুনিক বাংলা অভিধান প্রণয়ন।
- অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬-এর আয়োজন, বাংলা একাডেমির দু'দিনব্যাপী হীরক জয়ন্তী উৎসব উদযাপন, বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উদযাপন, মহান বিজয় দিবস উদযাপন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ে একক বক্তৃতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখছেন

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- প্রথিতযশা ৭ জন সাহিত্যিকের রচনাবলি এবং ৫ জন লেখকের রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করা, জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা, বাংলা একাডেমি জাদুঘর ও মহাফেজখানা সমৃদ্ধিকরণ এবং আধুনিকায়ন।
- বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্য ও উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে লোকজ উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ থেকে সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশ।
- বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাঁধাই ও মুদ্রণযন্ত্র এবং কম্পিউটার ক্রয়।
- দেশে ও বিদেশে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।
- ফোকলোর গবেষণা ইনস্টিটিউট/চর্চাকেন্দ্র নির্মাণ, রবীন্দ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট/চর্চাকেন্দ্র নির্মাণ, ঢাকার উত্তরায় বাংলা একাডেমি পাঠাগার ও মিলনায়তন নির্মাণ।

বাংলা একাডেমির কর্মকান্ড ডিজিটালাইজেশন করা, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশন করা, বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান অভিধান অনুসরণে বাংলা বানান নিরীক্ষক সফটওয়্যার প্রস্তুত ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং প্রয়োগসংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন।

এ সকল কর্মকান্ড, সচিত্র বিবরণ ও তথ্য নিয়ে এ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশনাটির মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়দায়িত্ব, কর্মপরিকল্পনা এবং সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে এবং দেশের আগ্রহী জনগণ জানতে পারবেন। পুস্তিকাটি মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি ও কর্মকান্ডের একটা স্থায়ী দলিল হিসেবেও বিবেচিত হবে ও রক্ষিত থাকবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত ৩১ নম্বর অ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালের সংশোধিত অ্যাক্টের আওতায় সংস্কৃতি বিকাশের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিতে ছয়টি বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো হলো চারুকলা বিভাগ, নাট্যকলা বিভাগ, সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, প্রযোজনা বিভাগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। এছাড়া ঢাকা ব্যতীত প্রতিটি জেলায় একটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি রয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২ বাস্তবায়ন ও যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী যাত্রানুষ্ঠান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাটক একশ বস্তা চাল, মুল্লুক, আমি বীরাঙ্গনা বলছি, টার্গেট প্লাটুন, রাজারবাগ'৭১, প্রত্ননাটক উয়ারী বটেশ্বর, পরিবেশ থিয়েটার ''বৈদ্যনাথ তলা থেকে মুজিবনগর'' প্রদর্শনী, অ্যাক্রোবেটিক কর্মশালা, মূকাভিনয় কর্মশালা ও প্যান্টোমাইম কর্মশালা, দেশব্যাপী 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব', ''৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ'' আয়োজন, জহির রায়হানের 'আত্মপরিচিতির রাজনীতি' চলচ্চিত্রবিষয়ক কর্মশালা, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে 'নানান দেশের নানান ভাষার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' শিরোনামে বাংলাদেশের প্রয়াত নাট্যকার স্মরণ অনুষ্ঠান, বিশ্ব নাট্যদিবস উদযাপন, 'এ ডিফরেন্ট রোমিও এন্ড জুলিয়েট' নাটক, উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ৪৫০তম জন্মবার্ষিকী এবং ৪০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শেক্সপিয়র কার্নিভাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে নির্মিত রবীন্দ্র শিশুতোষ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'রাজপুত্তুর' ও 'মাধো' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত, পিপলস থিয়েটারের সাথে যৌথভাবে শিশু কর্মশালা, শিশু-কিশোর নাট্যোৎসব ও যুব নাট্যোৎসব আয়োজন, চীনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ফিলিপাইন দূতাবাসের 'The power of song: A Chorus of Culture' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্র : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী শিশু-কিশোরদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন কর্মশালা, বয়নচিত্রের কর্মশালা, শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু শীর্ষক মাসব্যাপী কর্মসূচি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী শিশু চিত্রাঙ্কন ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে উন্মুক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সঙ্গীতাঙ্গন, আর্টিস্ট ক্যাম্প, মহান শহীদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শিল্পকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আর্টিস্ট ক্যাম্প, খুলনার চুকনগরে আর্টিস্ট ক্যাম্প ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এস এম সুলতান উৎসব, চুকনগর গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে ১০ হাজার মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, যৌথ

আয়োজনে কাহাল, কিরীটি রঞ্জন বিশ্বাস, দর্পণ আর্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আর্ট সামিট, স্বরলিপি, ক্যালিওগ্রাফি আর্টিস্ট ফাউন্ডেশনের সাথে চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

এ্যানী ফেরদৌসী এর একক নৃত্যানুষ্ঠান, কবি কণ্ঠে কবিতা পাঠ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০ তম শাহাদতবার্ষিকী উদযাপন, রবীন্দ্র ও নজরুলের জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপন, মমতা শংকরের সাথে মতবিনিময় সভা, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ''আমার না বলা বাণী'' শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

চিত্র : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদত বার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উজবেকিস্তান, রাশিয়া, ইতালি থাইল্যান্ড ও মিশরে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়। এস.এম বখ্তশাদ চিশতী স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বছরব্যাপী শাস্ত্রীয় নৃত্য, শাস্ত্রীয় সংগীত, সেতার, সরোদ কর্মশালা আয়োজন, কবি রজনীকান্ত সেন, শচীন দেব বর্মণ এর পৈত্রিক ভিটায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহান স্বাধীনতা দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজয় দিবস উদযাপন এবং প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক আয়োজন, মহেশচন্দ্র রায়, আব্বাস উদ্দিন, কছিম উদ্দিন, হরলাল রায় ও আব্দুল আজিজ স্মরণে ভাওয়াইয়া উৎসব আয়োজন, মুকুন্দ দাস, সুখেন্দু চক্রবর্তী, শেখ লুৎফর রহমান, অজিত রায়, সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মরণে গণসংগীত উৎসব, পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৮তম বার্ষিকী উদযাপন এবং প্রতিবন্ধী শিল্পীদের অংশগ্রহণে 'আমরা করবো জয়' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

চিত্র : শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য, সেতার ও সরোদ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা দুইটি সংখ্যা, শিল্পকলা বুলেটিন তিনটি সংখ্যা ও শিল্পকথা শিল্পীকথা গ্রন্থ প্রকাশ। শিল্পকলা পদক ও জেলা শিল্পকলা সম্মাননা প্রদান, অমর একুশে গ্রন্থমেলা, টুঙ্গিপাড়া বইমেলায়, শিশু একাডেমি আয়োজিত বইমেলা, কুমিল্লা জেলার বইমেলায়, ময়মনসিংহের ত্রিশালে আয়োজিত বইমেলা এবং ঢাকা বইমেলা ২০১৬ এ অংশগ্রহণ। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে প্রশিক্ষণ

বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ এবং অন-দি-জব ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

প্রযোজনা বিভাগ

১. লালনের জীবনালেখ্য ভিত্তিক নৃত্যনাট্য নির্মাণ;
২. শিশু-কিশোরদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;
৩. ১লা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;
৪. প্রতিবন্ধী শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন;
৫. সমবেত যন্ত্রসংগীতের আসর;
৬. নতুন গান, কবিতা ও নাটক নির্মাণ;
৭. বরেণ্য লেখকদের রচনাবলি নিয়ে নাটক নির্মাণ;
৮. হারানো দিনের গানের অনুষ্ঠান, আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উৎসব ও
৯. নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান, দেশাত্ববোধক গান ও রবীন্দ্র সংগীত এবং অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

১. বগুড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
২. নরসিংদী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী তালযন্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
৩. গাজীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী নৃত্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
৪. নড়াইল জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
৫. মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
৬. কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
৭. পটুয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
৮. জয়পুরহাট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিন ব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
৯. নাটোর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১০. যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১১. পঞ্চগড় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী নাট্যকলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১২. কুড়িগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী নাট্যকলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১৩. রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১৪. সুনামগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী নৃত্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১৫. সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী নৃত্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১৬. কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী নাট্যকলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১৭. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় মাসব্যাপী দেশের গান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১৮. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় মাসব্যাপী নজরুল সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
১৯. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় সাত দিনব্যাপী লোকসংগীত গান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
২০. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় সাত দিনব্যাপী রবীন্দ্র সংগীত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা;
২১. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় সাত দিনব্যাপী আবৃত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও
২২. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় মাসব্যাপী পঞ্চকবির গান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

১. শিল্পকলা ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা মুদ্রণ দুইটি সংখ্যা;
২. শিল্পকলা বুলেটিন মুদ্রণ তিনটি সংখ্যা;
৩. বার্ষিক ইংরেজি জার্নাল মুদ্রণ;
৪. দুইটি নতুন গ্রন্থ মুদ্রণ;
৫. দুইটি গ্রন্থ পুন মুদ্রণ ;
৬. শিল্পকলা পদক ২০১৬ ও জেলা শিল্পকলা সম্মাননা প্রদান;
৭. প্রকাশনা বিক্রয় ও সৌজন্য সংখ্যা প্রদান;
৮. অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭-এ অংশগ্রহণ;
৯. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে টুঙ্গিপাড়া বইমেলায় অংশগ্রহণ;
১০. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় শিশু একাডেমি আয়েজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ;
১১. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ এবং
১২. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা এর উদ্যোগে ঢাকা বইমেলা ২০১৭ তে অংশগ্রহণ।

চারুকলা বিভাগ

১. ১৭তম দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন;
২. ২২তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন;
৩. ২৬তম শিল্পবোধ ও শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ক কোর্স আয়োজন;
৪. ছাপচিত্র কর্মশালার আয়োজন ও প্রদর্শনী;
৫. একাডেমির সংগৃহীত শিল্পকর্মসমূহের প্রদর্শনী;
৬. রেস্টোরেশন কর্মশালার আয়োজন;
৭. ভাস্কর্য প্রদর্শনী ও ক্যাটালগ মুদ্রণ;
৮. বিশিষ্ট শিল্পীর একক চিত্র প্রদর্শনী;
৯. মিতসুবিশি চারুকলা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী;
১০. বিশিষ্ট চারুশিল্পী ও আলোকচিত্রশিল্পী স্মরণসভা আয়োজন;
১১. চারুকলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সকল আর্টিস্ট ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের চিত্রকর্ম নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজন ও ক্যাটালগ মুদ্রণ;
১২. চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও ক্যাটালগ মুদ্রণ;
১৩. জাতীয় চিত্রশালার স্থায়ী গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন;
১৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাসকারী অঞ্চলে ৪টি আর্টিস্ট ক্যাম্পের আয়োজন ও ক্যাটালগ মুদ্রণ;
১৫. শিল্পী এস এম সুলতান স্মরণে নড়াইলে সুলতান উৎসব আয়োজন;
১৬. চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ভ্রাম্যমাণ চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজন এবং
১৭. ফটোগ্রাফিক কর্মশালা ও প্রদর্শনী আয়োজন।

নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ

১. ৬৪ জেলায় নির্মিতব্য মূল্যবোধের নাট্য প্রযোজনার সমন্বয়ে বিভাগীয় উৎসব আয়োজন;
২. লোকনাট্য কর্মশালা ও উৎসব আয়োজন;
৩. জাতীয় নাট্যোৎসব আয়োজন;
৪. মূকাভিনয় কর্মশালা ও উৎসব আয়োজন;
৫. বিশ্ব নাট্য দিবস পালন;

৬. ৬৪ জেলায় লোকনাট্য প্রযোজনা ও প্রদর্শনী আয়োজন;
৭. চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনীর চৌধুরীর নাটক সঞ্চায়ন;
৮. সেলিম আল-দীন-এর নাটক প্রযোজনা নির্মাণ;
৯. থিয়েটার ডিজাইন কর্মশালা আয়োজন;
১০. শেক্সপিয়রের ৪৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে হ্যামলেট প্রযোজনা নির্মাণ;
১১. বাংলাদেশ শেক্সপিয়র চর্চা বিষয়ক একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ;
১২. শেক্সপিয়র নাট্যোৎসব আয়োজন;
১৩. মুনীর চৌধুরী, সেলিম আল-দীন, ধনমিয়া, আরজ আলী মাতুববরকে নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠান;
১৪. বাংলা নাটকের ইতিহাস বিষয়ে সেমিনার আয়োজন;
১৫. দুইটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পরিবেশ থিয়েটার প্রযোজনা ও মঞ্চায়ন;
১৬. দুইটি প্রত্ননাটক ও একটি প্রত্নযাত্রা প্রযোজনা ও মঞ্চায়ন;
১৭. নিয়মিত নাট্য প্রযোজনার প্রদর্শনী;
১৮. শিশুদের জন্য নিয়মিত পুতুলনাট্য প্রদর্শনী;
১৯. আন্তর্জাতিক পুতুলনাট্য উৎসব উদযাপন;
২০. বিশ্ব পুতুলনাট্য উৎসব উদযাপন;
২১. জাতীয় যুব ও শিশু-কিশোর নাট্যোৎসব উদযাপন;
২২. একক অভিনয় উৎসব আয়োজন;
২৩. জাতীয় যুব ও শিশু-কিশোর নাট্য কর্মশালা আয়োজন;
২৪. জাতীয় যুব নাট্য দিবস উদযাপন;
২৫. জাতীয় শিশু-কিশোর দিবস উদযাপন;
২৬. তৃতীয় আন্তর্জাতিক ঢাকা থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল আয়োজন;
২৭. পাঁচটি রবীন্দ্র শিশুতোষ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ;
২৮. জহির রায়হান, আলমগীর কবির, তারেক মাসুদ, হুমায়ূন আহমেদ, চাষী নজরুল ইসলাম, সুভাষ দত্ত, আব্দুল জব্বার খান, বাদল রহমান ও খান আতাউর রহমানকে নিয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ক সেমিনার আয়োজন;
২৯. নিয়মিতভাবে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স আয়োজন;
৩০. নিয়মিতভাবে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণ;
৩১. নতুন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও কর্মশালা আয়োজন;
৩২. নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন;
৩৩. ডকুমেন্টরি ফিল্ম নির্মাণ কর্মশালা আয়োজন;
৩৪. বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টরি ফিল্ম নির্মাণ;
৩৫. নিয়মিত চলচ্চিত্র পাঠচক্র, চিত্রনাট্য কর্মশালা এবং বিশ্ব চলচ্চিত্র অনুধাবন কর্মশালা আয়োজন;
৩৬. দেশব্যাপী একযোগে ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব’ ও ‘বাংলাদেশ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব’ উদ্‌যাপন;
৩৭. দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশু ও বড়োদের জন্য অ্যাক্রোবেটিক কর্মশালা আয়োজন;
৩৮. দেশব্যাপী অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী ;
৩৯. যাত্রা-ব্যক্তিত্ব অমলেন্দু বিশ্বাস এর ওপর সেমিনার আয়োজন;
৪০. যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে যাত্রা উৎসব আয়োজন;
৪১. দেশীয় যাত্রাপালা মূল্যায়নপূর্বক সংকলন প্রকাশ ও পালাকারদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন;
৪২. যাত্রাদলের নিবন্ধন নবায়ন এবং
৪৩. যাত্রাদলের স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, অভিনয় শিল্পী, বাদক দল ও নৃত্যদল শিল্পীদের নিয়ে মতবিনিময়, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন।

সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ

উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান:

১. প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের অনুষ্ঠান আয়োজন;
২. লোকসংগীত উৎসব উদ্‌যাপন;
৩. একক শিল্পীদের অনুষ্ঠান আয়োজন;
৪. দ্বৈত শিল্পীদের অনুষ্ঠান আয়োজন;
৫. সমবেত শিল্পীদের অনুষ্ঠান আয়োজন;
৬. কবিতা পাঠের আসর;
৭. আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন;
৮. যন্ত্র সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন;
৯. প্রতিবন্ধী, অটিষ্টিক ও অবহেলিত শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন এবং
১০. বৈঠকি গানের আসর।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে আগত দর্শনার্থী বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে আমাদের হাজার বছরের গৌরবগাথা ও জাতীয় বীরদের সাথে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষ্যে ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট ৩৭৯টি নিদর্শন নিয়ে জাদুঘর দর্শকদের জন্যে খুলে দেয়া হয়। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তর করা হয় নিমতলিস্থ ঢাকার বারো দুয়ারিতে। ১৯৭২ সালে ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে পরিকল্পনা পেশ করে। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম।

দীর্ঘপথ পরিক্রমায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন শ্রেণি পেশাজীবীদের মূল্যবান পরামর্শ, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গের অগ্রণী ভূমিকা, বিদ্যোৎসাহী ও গবেষকগণের প্রজ্ঞা, সুহৃদব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ও জাদুঘরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। এ রূপান্তরের মধ্য দিয়েই দেশ ও জনগণের প্রতি জাদুঘরের দায়বদ্ধতা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি এর ব্যাপ্তি, জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ততা ও কর্মের পরিধি দিনে দিনে দৃশ্যমানভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং একটি বহুমাত্রিক জাদুঘর রূপে বিকশিত হয়েছে।

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উপাদানসমৃদ্ধ মোট ৯৪ হাজার ৭১৭টি নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে (শাখা জাদুঘরসহ) সংগৃহীত হয়েছে। এই বিশাল সংগ্রহভান্ডার থেকে প্রায় চার হাজার নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মোট ৪৪টি গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

১. শাখা জাদুঘরসহ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৪৪৫টি নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগে ১৪৩৫টি নিদর্শনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. বিভিন্ন পর্যায়ের দেশি ও বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনকালে সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও গ্যালারি পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। ১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৩৭৫ জন দেশীয় বিশেষ অতিথি ও ৩৯৩ জন বিদেশি অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

৩. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দুইটি মিলনায়তন ও একটি প্রদর্শনী গ্যালারি রয়েছে। জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রধান মিলনায়তনে ৮২টি অনুষ্ঠান (১৫০ শিফ্‌ট) এবং কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ১১০টি অনুষ্ঠান (১৫০ শিফ্‌ট) অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রদর্শনী গ্যালারিতে (নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি) ১৭টি প্রদর্শনী (১৭৪ দিন) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিবছর বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান/প্রতিনিধির সাথে শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে মতবিনিময়, ভাষা সংগ্রামীদের সাথে শিক্ষার্থীদের সংলাপ আয়োজন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময় ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া নিয়মিত স্কুল শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের মোট ১০,৩৪৭ শিক্ষার্থী/সদস্য জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৫. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নিদর্শনের গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু ও জাদুঘর সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির পান্ডুলিপি দিয়ে বিজ্ঞজনের মতামত নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গ্রন্থ, অ্যালবাম, বার্ষিক প্রতিবেদন, ক্যাটালগ, ব্রোশিউর, স্যুভেনির, নির্দেশিকা, ফোল্ডার, ফলিও, লিফলেট, পোস্টার, ভিউকার্ড ইত্যাদি প্রকাশ করে।

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান ছাপানোর মুদ্রণযন্ত্রটি বিজি প্রেস থেকে সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ, ১৫১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্পাদিত কর্মসূচি/ প্রকল্প

১. 'সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম নির্মাণ' প্রকল্প।
২. 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ' কর্মসূচি।
৩. 'আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের অন্দরমহলে গ্যালারি সজ্জিতকরণ ও লাইব্রেরি উন্নয়ন' কর্মসূচি।
৪. 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' (CMS) ও 'তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS) উন্নয়ন কার্যক্রম' কর্মসূচি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা

বিশেষায়িত বিভাগসমূহের তত্ত্বাবধানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের ১৫ সেট Descriptive Catalogue- প্রকাশ, ভার্চুয়াল মিউজিয়াম, মসলিন গ্যালারি স্থাপন, গ্যালারিতে ডিজিটাল কম্পোনেন্ট সংস্থাপনের মাধ্যমে দর্শকদের নিদর্শনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম এবং জাদুঘরের প্রবেশালয়ে ডিজিটাল ডাইরেক্টরি স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অডিও গাইড প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবং উপর্যুক্ত কারিগরি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে। এটি একটি জটিল বিষয় বিধায় প্রায় দুই বছর পর্যন্ত সময় লাগবে এবং আনুষাঙ্গিক ৭.৫৬ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য এই প্রকল্পে ব্রেইল সাইন বোর্ড স্থাপন তৈরির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী প্রাইভেট সেক্টরের স্পন্সরশিপ গ্রহণ করে কাজ করার বিষয়ে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান ও শিল্পী এস এম সুলতান এই তিন জন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর সকল চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে অ্যালবাম প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বেঙ্গল ফাউন্ডেশন এই প্রকাশনার ব্যাপারে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে মর্মে অনানুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতায় উপনীত হওয়া গেছে।

উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বিষয়সমূহ

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে আইসিটি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইসিটি শাখার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট (www.bangladeshmuseum.gov.bd)-এ অনুষ্ঠানমালা, দর্শক সংখ্যা, বিজ্ঞাপন/নোটিশ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি তথ্য হালনাগাদ রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত ওয়েবসাইট মেইনটেনেন্স ও ব্যাকআপের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সংস্থাপিত সফটওয়্যারসমূহের (অবজেক্ট আইডি, একাউন্টস ম্যানেজমেন্ট, এইচআরএম, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেস সফটওয়্যার) অপারেশনে অনুসরণীয় কাজে বিভাগ/শাখাসমূহকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। শাখা জাদুঘরসমূহকে আইসিটি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালে জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট সংযোজনের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইটে ভার্চুয়াল গ্যালারি সংযোজন করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং শাখা জাদুঘরসমূহে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পরিদর্শনকারী :

ক্রমিক	জাদুঘরের নাম	সাধারণ দর্শক সংখ্যা	বিশিষ্ট অতিথি		মোট দর্শক সংখ্যা
			দেশি	বিদেশি	
১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা	৬,৯৩,৩১৭ জন	৪১৬ জন	৫০৮ জন	৬,৯৪,২৪১ জন
২.	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	৫,৪০,০৩০ জন	০০ জন	০০ জন	৫,৪০,০৩০ জন
৩.	ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	২,৯৫৭ জন	০২ জন	০০ জন	২,৯৫৯ জন
৪.	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	৯৮,৭৩৩ জন	০০ জন	০০ জন	৯৮,৭৩৩ জন
৫.	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ	২৬,৮৮০ জন	৯০০ জন	১৯ জন	২৭,৭৯৯ জন
৬.	স্বাধীনতা জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা	১,১১,৭৭৪ জন	৫২ জন	৩৩ জন	১,১১,৮৫৯ জন

(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণী :

ক্রমিক নং	বিভিন্ন জাদুঘরের নাম	নিজস্ব আয়	ব্যয়
০১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২,০৮,৯২,৯৮৮.১৮	২,৯৭,৮২,০৫১.০০
০২.	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর	১,০৯,৪৭,৯৪৪.০০	২৬,৭৮,৪২৯.০০
০৩.	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা	৭,৪৬,৯০৮.০০	১,৯২,৬২৩.০০
০৪.	ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	৯৫,৮৮৬.৯২	৬৫,০০০.০০
০৫.	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	২৩,০৮,৮৮৫.০০	৫,১৯,৮৩৩.০০
০৬.	স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা	২০,০৭,৭৩৪.০০	১২,৩১,০৯৮.০০

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লিমিটেড ও ব্রাক (আড়ং) যৌথভাবে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত উৎসব উপলক্ষ্যে দু'টি ডাকটিকেট অবমুক্ত করছেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লিমিটেড ও ব্রাক (আড়ং) যৌথভাবে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন আহসান মঞ্জিল জাদুঘর এর মসলিন সন্ধ্যা উৎসবের আয়োজন করে।

১৫ মার্চ ২০১৬, ভুটানের রানি Her Majesty Mother Tsnering Pem Wangchuck-কে একটি বৌদ্ধ মূর্তির রেপ্লিকা উপহার প্রদান করছেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

২৩ মার্চ ২০১৬, তারিখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রদর্শনীকক্ষ উদ্বোধনী বক্তৃতা দিচ্ছেন মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি

২৫ মার্চ ২০১৬, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্পী হাশেম খান

১৪ মে ২০১৬, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে মাসব্যাপী ‘রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী’র উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন মহাপরিচালক এ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়। তখন এর পুস্তক সংখ্যা ছিল ১০,০৪০টি। ১৯৭৮ সালে এটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮৩ সালে এটিকে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এর অধীনে ঢাকাস্থ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ৫টি বিভাগীয়, ৫৮টি জেলা, ৪টি শাখা এবং ২টি উপজেলা সহ মোট ৭০টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে।

ভিশন (Vision)

- জ্ঞানমনস্ক আলোকিত সমাজ।

মিশন (Mission)

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ শিশু-কিশোরদের উপযোগী পর্যাপ্ত গ্রন্থসহ সমন্বিত গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ সংগঠন, বিন্যাস ও বিতরণ;
- সম্প্রসারণমূলক সেবা যেমন : বুক রিভিউ, বইপাঠ প্রতিযোগিতা, জাতীয় দিবসসমূহ পালন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা;
- পাঠকদের রেফারেন্স ও উপদেশমূলক সেবা দেয়া;
- সর্বস্তরের জনসাধারণের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও উন্নয়ন;
- বিশেষজ্ঞ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা এবং রেফারেন্স সেবা দেয়া;
- প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সেবা দেয়া;
- পাঠকদের পারস্পরিক ব্যবহারের জন্য গণগ্রন্থাগারসমূহের বিভিন্ন পাঠসামগ্রীর প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত কম্পিউটারভিত্তিক তথ্যব্যবস্থা/ডাটাবেস তৈরি করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাদি (ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েবসাইট) পাঠকদের জন্য নিশ্চিত করা;
- ডিজিটাল গ্রন্থাগার সেবা প্রবর্তন করা।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী

১. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সারাদেশে ৫৬ লক্ষ ৪৮ হাজার পাঠককে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

২. সাইবার ক্যাফে মালিক সমিতি কর্তৃক সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবং মোবাইল ফোন কোম্পানি ‘রবি’-র সহযোগিতায় সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবং ০৬টি বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬৬ হাজার ৬শত পাঠককে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক অধীনস্থ গ্রন্থাগারসমূহের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ২,৩০,০০,০০০/-(দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকার দেশি-বিদেশি বই, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে।

৪. দেশব্যাপী অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি গ্রন্থাগারসমূহে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসসহ স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রচনা, আবৃত্তি, বইপাঠ, পাঠচক্র ইত্যাদি প্রতিযোগিতার

আয়োজন করা হয়েছে এবং ৩৫,৮৩৫ জন প্রতিযোগী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়েছে।

৫. রাজস্ব খাতে বিভিন্ন গ্রেডের ৩১টি পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

৬. রাজস্ব খাতে বিভিন্ন গ্রেডের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৯টি পদে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৭. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে ৯ম গ্রেডে ৩৮টি লাইব্রেরিয়ান পদ সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৭টি শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত পিএসসি কর্তৃক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে নির্বাচিত ২০ জনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৮. বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে আর্টফোলিও, ক্যাটালগ, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ের প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) পুস্তক অনুদান হিসেবে পাওয়া গিয়েছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

- অনলাইন পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল সরকারি গণগ্রন্থাগারের ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিতকরণ।
- ‘উপজেলা সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে গণগ্রন্থাগারের সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ভবনসমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন মাধ্যমে ঐ সব গণগ্রন্থাগারে অধিক পাঠকের সেবা-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের আধুনিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
- চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- রাজস্ব খাতে বিভিন্ন গ্রেডের ৩১টি পদে জনবল চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান।

জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর দুটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ববহনকারী প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত তথ্য সেবাদানমূলক ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার নামে এই অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয় এবং অন্য আরেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় আরকাইভস ভবন নির্মাণ করা হয়। এ দুটি প্রতিষ্ঠান দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সব রকমের উপাত্ত ও উৎস সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও পাঠ উপযোগী করে গড়ে তোলাই প্রতিষ্ঠান দুটির প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জাতীয় আরকাইভস : বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সরকারি-বেসরকারি দলিল নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে গবেষকদের তথ্যসেবা প্রদান করে।

জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীলতার পরিচায়ক মুদ্রিত উপাদান কপিরাইট আইনে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ছাড়াও বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনা সংগ্রহ করার মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা (National Collection) গড়ে তোলে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠক ও গবেষকদের তথ্যসেবা প্রদান করে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

ক. জাতীয় আরকাইভসের কর্মকান্ড

- রেকর্ড সংগ্রহ ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ :
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-০৩টি ফাইল;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি-১৪ ভলিউম;
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-৩০ ভলিউম;
- রাজশাহী জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম-৫৪০ ভলিউম;
- নোয়াখালী কালেক্টরেট লাইব্রেরি-২১২৭ ভলিউম;
- যশোর কালেক্টরেট রেকর্ডরুম-২০ ভলিউম;
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ কালেক্টরেট রেকর্ডরুম ০২টি এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ০১টি সহ মোট ০৩টি ফাইল
- রেকর্ডরুম পরিদর্শন এবং নথি সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ;
- শেরপুর জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম, শেরপুর;
- যশোর জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম, যশোর;
- নোয়াখালী জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম, নোয়াখালী;
- কুষ্টিয়া জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম, কুষ্টিয়া;
- নাটোর ও রাজশাহী জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রেকর্ডরুম, আরকাইভস এবং লাইব্রেরি;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি;
- হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট রেকর্ডরুম;
- গবেষকদের সেবা প্রদান : ৩২১ জন;
- জাতীয় আরকাইভস পরিদর্শন : কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি আরকাইভস পরিদর্শন করেন-৫৭২ জন;
- নথিপত্র বাঁধাই ও মেরামত : ১,৩৪৬ ভলিউম;
- পরিশোধন : ২,৬৭৮ ভলিউম;
- ডিজিটাইজেশন : ৫৭,৫৭৭ পৃষ্ঠা রেকর্ড/ইমেজ;

- ৯ জুন আন্তজার্তিক আরকাইভস দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

(খ) ন্যাশনাল লাইব্রেরির সম্পাদিত কার্যাবলি

- পাঠক-গবেষকদের তথ্যসেবা দান : ২০৭৫০ জন।
- কপিরাইট আইনে নতুন প্রকাশনা সংগ্রহ : ৩৭২৬ টি।
- ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি প্রকাশ : ২০১১ প্রকাশ সম্পন্ন, ২০১২, ২০১৩ বিজি প্রেসে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- Integrated Library System এর আওতায় স্থাপিত KOHA সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি : ৪০০০ বই/তথ্যসামগ্রী।
- সরকারি অর্থে গবেষণাধর্মী দেশি বিদেশি বই সংগ্রহ : দেশি বিদেশি বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬১৯টি বই।
- ISBN প্রদান : ৮০২৯ টি ।
- শিক্ষামূলক পরিদর্শন : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষক ও শিক্ষার্থীগণ ন্যাশনাল লাইব্রেরি শিক্ষামূলক পরিদর্শন করেন ।
- প্রশিক্ষণ/সম্মেলন/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ : কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন মেয়াদে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন।
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ/সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম : International ISBN Authority, IFLA, CDNLAO, ACCU, APIN ইত্যাদি সংস্থার সদস্য হিসেবে ই-মেইলে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং ISBN ও IFLA-কে বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করা হয়েছে। তুরস্ক ন্যাশনাল লাইব্রেরির সাথে একটি আন্তঃসংস্থাগত পেশাগত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য প্রক্রিয়া চলছে।
- কর্মসূচি সংক্রান্ত : ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্মসূচির মাধ্যমে ১টি লিফ্ট, ১টি জেনারেটর, ১টি টেপড্রাইভ ব্যাকআপ, ৫০টন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ১টি বারকোড মেশিন, ১টি ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রিন্টার, ১টি ইলেকট্রিক্যাল কাটিং মেশিন, ১টি পে-রোল সফটওয়্যার, ১টি হিউম্যান রিসোর্স সফটওয়্যার, ৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২টি ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং ১টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্মসূচি প্রোগ্রামের আওতায় লাইব্রেরির কনফারেন্স কক্ষসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্তৃক রাজস্ব আয় : লাইব্রেরির সদস্য ও ফটোকপি সেবাদান ফি বাবদ ৬৭,৩২৫ টাকা এবং অডিটোরিয়াম ভাড়া বাবদ ৩,৫৬৫০০ টাকাসহ সর্বমোট ৪,৩৫,২২৫ (চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশত পঁচিশ) টাকা রাজস্ব আয় করেছে যা ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- ডিজিটাল লাইব্রেরি কার্যক্রম শুরু : জাতীয় গ্রন্থাগারের তথ্যসামগ্রীকে অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশনপূর্বক অনলাইন তথ্যসেবা প্রদান করা শুরু হয়েছে। তথ্যসামগ্রী স্ক্যানিংপূর্বক সার্ভারে আপলোড করা হচ্ছে এবং সফটওয়্যারে Meta data এন্ট্রির কাজ অব্যাহত রয়েছে।
- পাঠকক্ষ আধুনিকীকরণ : পাঠকক্ষগুলোকে আধুনিকীকরণের নিমিত্ত ৩টি পাঠককক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করার ফলে উন্নত পরিবেশ বিরাজ করছে এবং ৩টি পাঠকক্ষ ই-লার্নিং সেবা দেয়ার জন্য ইন্টারনেট কানেক্টিভিটিসহ ৩টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার স্থাপন করার ফলে নেটওয়ার্কিং সেবা সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- Free Wi-Fi Network : লাইব্রেরিতে ১০,০০০ বর্গফুট এরিয়া Free Wi-Fi Network এর আওতায় আনার মধ্য দিয়ে পাঠক/গবেষকদের জন্য বিনা পয়সায় ইন্টারনেট সার্চিং ও ই-মেইল ব্রাউজিং সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ওয়েব সাইট www.nlb.gov.bd, ডিজিটাল রিপোজিটরির জন্য সাব ডোমেইন www.dl.nlb.gov.bd এবং ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফির জন্য পৃথক সাব ডোমেইন www.bnb.nlb.gov.bd চালু রাখা হয়েছে। লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে ঢুকে যে কেউ জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।
- কনফারেন্স কক্ষ স্থাপন : শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যুগোপযোগী ও আধুনিক আসবাবপত্রের সমন্বয়ে একটি কনফারেন্স কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রশাসনিক সংস্কার :
  - আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বিদ্যমান অনুমোদিত ৯৮টি পদের সমন্বয়ে সংশোধিত নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে;
  - অধিদপ্তরের বিদ্যমান বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৭টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে;
  - আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত জনবল সমস্যা দূরীকরণার্থে ৪১টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে;
  - দুটি সংস্থার জন্য সমন্বিত আইন প্রণয়নের নিমিত্ত সমন্বিত আইনের চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- অধিদপ্তরের জন্য ৪১টি নতুন পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।
- অধিদপ্তরাধীন জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য সমন্বিত আইন প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ।
- জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- নবসৃষ্ট পদের সমন্বয়ে নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগারে পাঠক/গবেষকদের জন্য অনলাইন সেবা উন্মুক্তকরণ।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগারের ইনভ্যান্ট্রিজনিত ব্যাকলোড ত্বরান্বিতকরণ।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগারের কাস্টমাইজ সফটওয়্যারে ৫০,০০০ ডাটা এন্ট্রি প্রদান।
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগারের ডিজিটাল অনলাইন তথ্য সেবাদান কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- অধিদপ্তরের প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম হিউম্যান রিসোর্স সফটওয়্যারের অন্তর্ভুক্তকরণ।
- অধিদপ্তরের হিসাব শাখার সকল কর্মকান্ড পে-রোল সফটওয়্যারের অন্তর্ভুক্তকরণ।
- অধিদপ্তরের আওতায় বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে একটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন।
- অধিদপ্তরে সংগৃহীত পুরাতন, ছেঁড়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া দুষ্প্রাপ্য তথ্যসামগ্রীর বাঁধাই কাজ সম্পন্নকরণ।
- অধিদপ্তরের সম্মুখে অবৈধ স্থাপনা/নার্সারি অপসারণ।

১৫ আগস্ট ২০১৫ জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে উদযাপন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

১৭ মার্চ ২০১৬ তারিখ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।

৯ জুন ২০১৬ আন্তজার্তিক আরকাইভস দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় আরকাইভস ভবনে বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

জাতীয় আরকাইভস ভবনে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গোল টেবিল বৈঠক।

কপিরাইট অফিস

কপিরাইট অফিস সংস্কৃতি মন্ত্রণরলয়ে অধীনস্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ অফিসের কার্যাবলি কপিরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) এর বিধানমতে পরিচালিত হয়। কপিরাইট হচ্ছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টিকর্মের ওপর তাঁদের অধিকার। কপিরাইট আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্মাতা/রচয়িতাদের সৃজনশীল কর্মসমূহের স্বত্বের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাশক্তির সার্বিক উন্নয়ন, সৃজনশীল কর্মে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিকরণ এবং কপিরাইট সংক্রান্ত পাইরেসি রোধকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনই কপিরাইট আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একটি দেশ বা জাতির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যেমন: সাহিত্য, নাট্য, সংগীত, রেকর্ড, শিল্প, চলচ্চিত্র, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, কম্পিউটার-সফটওয়্যার ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে কপিরাইট আইন গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কপিরাইট অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১. কপিরাইট সংক্রান্ত কর্মের রেজিস্ট্রেশন ও সনদপত্র প্রদান;

২. কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধসমূহ নিস্পত্তিকরণ;

৩. বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনঃপ্রকাশের লাইসেন্স প্রদান;

৪. সম্প্রচার সংক্রান্ত বিদেশি কর্মের বাংলায় অনুবাদ করার লাইসেন্স প্রদান;

৫. কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের অবৈধ কপি আমদানি বন্ধকরণ;

৬. সাহিত্যকর্ম/নাট্যকর্মের অনুবাদ, প্রকাশ কিংবা পুনরুৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান;

৭. কপিরাইট সমিতি/Collective Management Organaization (CMO) নিবন্ধন;

৮. কপিরাইট সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের নমুনা সংরক্ষণ ।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

- হেল্পডেস্ক এবং হেল্পলাইন স্থাপন : রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম স্বল্পসময়ে সম্পাদনের জন্য কটিরাইট অফিসে একটি হেল্পডেস্ক ও হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।
- ফেসবুক ফ্যানপেইজ উন্মুক্তকরণ : সৃজনশীল মেধাসম্পদের যে কোনো প্রণেতা ও এ সংশ্লিষ্ট আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি ফেসবুক ফ্যানপেইজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন করে সহজে উত্তর জেনে নিয়ে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।
- প্রচার কার্যক্রম জোরদারকরণ : কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি, আইনগত প্রতিকার, পাইরেসি বন্ধকরণ সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- কপিরাইট সমিতি গঠন : মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার লক্ষ্যে সংগীত সেক্টর থেকে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মেলা এবং স্টলে অংশগ্রহণ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যে কোনো প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলা যেমন-অমর একুশে গ্রন্থমেলা, সিলেট ও যশোর জেলায় অনুষ্ঠিত বইমেলায় অংশগ্রহণ করে কপিরাইট নিবন্ধন ও পাইরেসি বন্ধকরণের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২০১৫-২০১৬ অনুষ্ঠিত সেমিনার

২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সময় সংক্ষিপ্তকরণ;
- কপিরাইট আইন সংশোধন;
- ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;
- ফেসবুক হালনাগাদকরণ;
- কপিরাইট আইন, রেজিস্ট্রেশন ও স্টেক হোল্ডারদের মাঝে প্রচার জোরদারকরণ;
- কপিরাইট আইন সংশোধন;
- কপিরাইট ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন;
- কপিরাইট সমিতি গঠন।

নজরুল ইন্সটিটিউট

বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার জাদুস্পর্শে কেবল কবিতা নয় সংগীতেও রেখে গেছেন অতুলনীয় অবদান। আমাদের সাহস সৌন্দর্য ও শৈল্পিক অহংকারের মহত্তম নামটিও তাঁরই। বাংলাদেশের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান রূপকার এই মহান কবি আমাদের মানবিক চেতনারও প্রতীক। এজন্য তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষা, তাঁর জীবন, সাহিত্য, সংগীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, রচনাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও প্রচার এবং তাঁর ভাবমূর্তি দেশ-বিদেশে যথাযথভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ১২ জুন এর ৩৯ নম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কবির অমর স্মৃতিবাহী 'কবিভবন' [রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ পুরাতন ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০-বি বাড়ি]-এ নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আগ্রহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ২৪মে ১৯৭২-এ সম্বিতহারা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে আনা হয় এবং ধানমন্ডিস্থ এই কবিভবনে তাঁর স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত কাজ

ক. গবেষণা ও প্রকাশনা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ, সংগীতগ্রন্থ, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্পসহ অন্যান্য নজরুল-বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ এবং নজরুল-সংগীত স্বরলিপি গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা নজরুল ইনস্টিটিউট কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নজরুল রচনা, নজরুল সংগীতের স্বরলিপি, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও পত্রিকাসহ সর্বমোট ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এছাড়া শুদ্ধ বাণী ও সুরের ১২০টি নজরুল সংগীত সংবলিত ১০টি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। নজরুলের আবৃত্তিযোগ্য ১০০টি কবিতা সংবলিত ৫টি নজরুল আবৃত্তির অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে।

খ. অনুষ্ঠানসমূহ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনসহ বাংলাদেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ, বাংলা নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী প্রভৃতি দিবসে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, বয়সভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে সুন্দর হাতের লেখা, চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি ও নজরুল সংগীতের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার এবং বিভাগীয় পর্যায়ে নজরুল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ও নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩১টি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছে।

খ (১). নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা কর্তৃক উদযাপিত অনুষ্ঠানমালা

১. ৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৪তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২. ১৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

৩. ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আলোচনা, 'নজরুল পুরস্কার ২০১৪' প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

‘নজরুল পুরস্কার ২০১৪’ প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত নজরুল গবেষক প্রফেসর ইমেরিটাস সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী শবনম মুসতারীসহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি ও প্রাক্তন সচিব আকতারী মমতাজ

৪. ১৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ‘শুদ্ধ বাণী ও সুরে নজরুল সংগীত প্রশিক্ষক তৈরির বিশেষ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান’ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে কোর্সের উদ্বোধন, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

৫. ২৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ‘প্রখ্যাত শিল্পী আববাসউদ্দিনের ১১৫তম জন্মবার্ষিকী’ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

৬. ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ‘শুদ্ধ বাণী ও সুরে নজরুল সংগীত প্রশিক্ষক তৈরীর বিশেষ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান’ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৭. ১১, ১২ ও ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ‘মহান বিজয় দিবস ২০১৫’ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগীতার আয়োজন এবং আলোচনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৮. ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ‘ঈদ-ই-মিলাদুনন্নবী’ উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান।

৯. ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে পর্তুগিজ ভাষায় অনূদিত ‘Nazrul Prosa e Poesia Selecionadas’ এবং স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত ‘Nazrul Prosa y Poesia Selectos’ শীর্ষক দুটি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

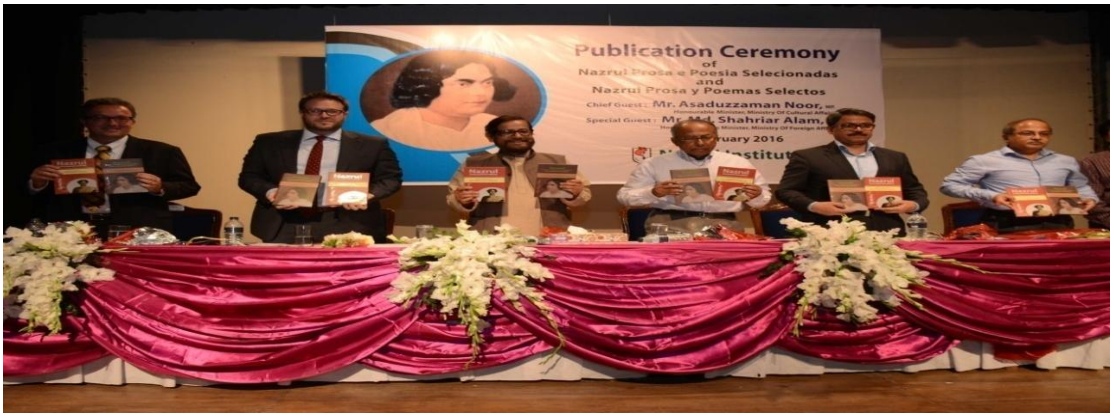

‘পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত দুটি গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, স্পেন ও ব্রাজিল দুতাবাসের প্রতিনিধি

১০. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে 'তিনিদিনব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১১. ১৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে 'তিনদিনব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১২. ২৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে 'মহান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৩. ১৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে 'দুইদিনব্যাপী বাংলা নববর্ষ' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৪. ২৫ মে ২০১৬ তারিখে 'তিনদিনব্যাপী জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের দলীয় সংগীত পরিবেশন

১৫. ২৩ জুন ২০১৬ তারিখে 'নজরুল সংগীত প্রশিক্ষকের সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান' উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৬. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় চারদিনব্যাপী বক্তৃমালার অংশ হিসেবে ২৩ জুন ২০১৬ নজরুল ইনস্টিটিউটে সমাপনী বক্তৃতা অনুষ্ঠিত।

খ (২). নজরুল সম্মেলনসমূহ

১৭.৪, ৫ ও ৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন তেওতায় 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আওতায় 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব নাইমুর রহমান দুর্জয় এবং অন্যান্যরা

১৮. ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ফরিদপুর জেলায় 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।

ফরিদপুর জেলায় 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন' অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবর্গ

১৯. ১১, ১২ ও ১৩ মার্চ ২০১৬ নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা জেলার কার্পাসডাঙ্গায় 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার কার্পাসডাঙ্গায় 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন' অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার (ছেলুন) এমপিসহ অন্যান্য অতিথিবর্গ

খ (৩). নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লা কর্তৃক উদযাপিত অনুষ্ঠানমালা

১. ২৭-২৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, আবৃত্তি, হামদ, নাত ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান।

২. ১৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী' উপলক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৩. ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে 'মহান বিজয় দিবস ২০১৫' উপলক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।

৪. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।

৫. ২৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে 'মহান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।

৬. ১৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে 'বাংলা নববর্ষ' উপলক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৭. ২৫ মে ২০১৬ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লায় আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

খ (৪). নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ কর্তৃক উদযাপিত অনুষ্ঠানমালা

১. ২৭-২৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র, ত্রিশালে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের প্রতিযোগিতা।
৩. ৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে 'শিশু-কিশোরদের একবছর মেয়াদী নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ' কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
৪. ১৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে 'বাংলা নববর্ষ ১৪২৩' উপলক্ষ্যে আলোচনা ও শুভেচ্ছা বিনিময়।
৫. ২০ ও ২১ মে ২০১৬ তারিখে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী' উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের প্রতিযোগিতা।

গ. প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান যথাযথভাবে পরিবেশন, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নজরুল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে নজরুল সংগীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও সুর অনুসরণে এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত প্রামাণ্য স্বরলিপি সহযোগে ১৯৮৯ সাল থেকে নজরুল সংগীত শিল্পী ও শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত নজরুল সংগীতশিল্পী ও বিভিন্ন সংগীত একাডেমির শিক্ষকগণ নিয়মিত নজরুল ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া বৎসরব্যাপী শিশু-কিশোর এবং তরুণদের পৃথক পৃথক নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা শুদ্ধভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউটে শিশু-কিশোর এবং তরুণদের পৃথক পৃথক নিয়মিত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বেতার, টেলিভিশন ও মঞ্চের আবৃত্তি শিল্পীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিচ্ছে। নিম্নে উল্লেখিত কোর্সের মাধ্যমে ১৩ বছরে ২৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ঘ. বই মেলায় অংশগ্রহণ

নজরুল রচনাসহ নজরুল বিষয়ক রচনা নজরুল-গবেষক, নজরুল অনুরাগী পাঠকসহ সকল পাঠকের কাছে সহজলভ্য করার জন্য নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকা-সহ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বইমেলায় নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব মেলাগুলোতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রকাশনা বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নিম্নোক্ত সর্বমোট ১২টি গ্রন্থমেলায় নজরুল ইনস্টিটিউট অংশগ্রহণ করে।

ঙ. 'নজরুল পুরস্কার ২০১৪' প্রদান

নজরুল-গবেষণা ও সংগীত সাধনায় যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করাও নজরুল ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের অন্যতম। নজরুল গবেষণা, সংগীত সাধনায় অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নজরুল গবেষণায় প্রফেসর ইমেরিটাস সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও নজরুল সংগীতে বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী শবনম মুশতারীকে নজরুল পুরস্কার ২০১৪ প্রদান করা হয়েছে।

চ. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী

নং	উলেস্নখযোগ্য কাজ	অর্জন
১.	নজরুল রচনা, নজরুল সংগীতের স্বরলিপি, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ	৩১টি
২.	নজরুল সংগীতের সিডি প্রকাশ	১০টি
৩.	নজরুল আবৃত্তির সিডি প্রকাশ	৫টি
৪.	নজরুল জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও নববর্ষসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান	৩০টি
৫.	নজরুল সম্মেলন	০৩টি
৬.	প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	৬টি
৭.	গ্রন্থাগারের জন্য বই ক্রয়	৪২টি
৮.	কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা সহ অন্যান্য বইমেলায় অংশগ্রহণ	১২টি বইমেলায়
৯.	নজরুলের জীবনভিত্তিক ও অন্যান্য রচনা দেশে-বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ	৮৫টি স্থানে প্রেরণ
১০.	বিভিন্ন ভাষায় নজরুল রচনার অনুবাদকরণ এবং সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ ও প্রচার	০১টি
১১.	স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদের মাধ্যমে স্বরলিপি প্রমাণীকরণ, বই আকারে প্রকাশ ও প্রচার	১৪৯টি নজরুল সংগীতের স্বরলিপি
১২.	নজরুল সংগীতের শুদ্ধ বাণীর স্বরলিপি সংগ্রহ	১৪৯টি নজরুল সংগীতের

		স্বরলিপি
১৩.	শুদ্ধ বাণী সুরে নজরুল সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষণ কোর্স	১৩টি
১৪.	শুদ্ধ বাণী সুরে নজরুল সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষণের কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২৪৫ জন
১৫.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	৪৮টি

ছ. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

নং	গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কাজ	লক্ষ্যমাত্রা
১.	নজরুল রচনা, নজরুল সংগীতের স্বরলিপি, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ	২৭টি
২.	নজরুল জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও নববর্ষসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান	২২টি
৩.	প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	৩টি
৪.	নজরুল সম্মেলন	৩টি
৫.	স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদের মাধ্যমে স্বরলিপি প্রমাণীকরণ, বই আকারে প্রকাশ ও প্রচার	১১০টি নজরুল সংগীতের স্বরলিপি
৬.	নজরুল সংগীতের শুদ্ধ বাণীর স্বরলিপি সংগ্রহ	১১৫টি নজরুল সংগীতের স্বরলিপি
৭.	শুদ্ধ বাণী সুরে নজরুল সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষণের কোর্স	১১টি
৮.	শুদ্ধ বাণী সুরে নজরুল সংগীত এবং কবিতা আবৃত্তির প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২৩০ জন
৯.	নজরুলের জীবনভিত্তিক ও অন্যান্য রচনা দেশে-বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ	৩৫টি স্থানে প্রেরণ
১০.	কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা সহ অন্যান্য বইমেলায় অংশগ্রহণ	৮টি বইমেলায়
১১.	বিভিন্ন ভাষায় নজরুল রচনার অনুবাদকরণ এবং সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ ও প্রচার	২টি

নজরুল চেতনা-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট সৃষ্টিলগ্ন থেকে জাতীয় কবির সৃষ্টিকর্ম সংগ্রহ, সংরক্ষন, গবেষণা পরিচালনা, প্রচার ও প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে প্রসারিতকরণসহ দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতীয় কবিকে স্বমহিমায় ও স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৬২ সালে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনবলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার একটি শাখা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় অবস্থিত ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটি 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ' নামে দেশব্যাপী এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৭নং আইনবলে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র একটি বিধিবদ্ধ সংস্থায় উন্নীত হয়।

২০১৫-২০১৬ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে সহায়তা প্রদান

দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার-সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে নতুন পাঠক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখায় গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭০০টি বেসরকারি পাঠাগারের অনুকূলে নগদ ১.১২(প্রায়) কোটি টাকা এবং প্রায় ১.২৩ কোটি টাকা মূল্যমানের মোট ৫১,৭৫০ কপি গ্রন্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদানের বই বিতরণ

বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান

গ্রন্থাগারগুলোর সেবার মান বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারিকদের অধিকতর দক্ষ করে তোলার নিমিত্ত তৃণমূল পর্যায়ের ৬৫টি বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের ৬৫ জন গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিভাগীয় ও জেলা বইমেলার আয়োজন

জনসাধারণের মধ্যে অধিক হারে পাঠপ্রবণতা বৃদ্ধি ও পাঠক সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ৬টি বিভাগীয় ও জেলা বইমেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, দিনাজপুর ও কক্সবাজার) আয়োজন করা হয়।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকা বইমেলা ২০১৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সপ্তাহব্যাপী বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মঞ্চে প্রধান অতিথি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

গ্রন্থ সংগ্রহ

লেখক সৃষ্টি তথা সৃজনশীল প্রকাশনার বিপণন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ৫১,৭৫০ কপি গ্রন্থ ক্রয় করা হয়।

গ্রন্থবিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গ্রন্থবিষয়ক ৩টি সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

'জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে বেসরকারি গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি

প্রকাশনা

বাংলাদেশে বিদ্যমান সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংবলিত একটি প্রকাশকপঞ্জি এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশের সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা সংবলিত একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা হয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৭০০টি বেসরকারি পাঠাগারের অনুকূলে নগদ অনুদান প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। পাঠাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭০০টি বেসরকারি পাঠাগারকে মোট ৫২,০০০টি বই অনুদান হিসেবে প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রন্থাগারগুলোর সেবার মান বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারিকদের অধিকতর দক্ষ করে তোলার নিমিত্ত বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের ৭০ জন গ্রন্থাগারিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ বছর মোট ৪৫টি গ্রন্থাগারের নাম তালিকাভুক্তকরণসহ গ্রন্থাগারগুলোর অনুকূলে তালিকাভুক্তির সনদ প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে অধিক হারে পাঠপ্রবণতা বৃদ্ধি ও পাঠক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে মোট ৬টি বইমেলা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। লেখক সৃষ্টি তথা সৃজনশীল প্রকাশনার বিপণন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ৫১,৭৫০টি গ্রন্থ ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গ্রন্থবিষয়ক ৪টি সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। একটি পাঠাগার নির্দেশিকা, একটি প্রকাশকপঞ্জি ও একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশের লক্ষমাত্রা স্থির করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের গ্রন্থের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কলকাতা বইমেলাসহ অন্তত: দুটো আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও কপিরাইট দিবস ২০১৬ (২৩ এপ্রিল) উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আক্তারী মমতাজ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও

সোনারগাঁও বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রায় তিনশত বছর সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। সুলতানি আমলের শাসকগণ, বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ ও জগদ্বিখ্যাত মসলিন থেকে সোনারগাঁওকে আলাদা করা যায় না। এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর্থিক সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ এক প্রজ্ঞাপনবলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। রাজধানী ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার পূর্বে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলায় এটির অবস্থান।

লোক ও কারুশিল্প মেলা লোকজ উৎসব ২০১৬-এ মেলার স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প অনুরাগী সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠনের ভিশন বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্যে এর উৎকর্ষ সাধন, প্রসার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের কাজ ফাউন্ডেশন করে যাচ্ছে। এটি বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশে গবেষণাধর্মী সেবামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নির্ধারিত কার্যাবলিসহ আলোচ্য অর্থবছরে যে সকল কার্যাবলি সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জরিপ কর্মসূচির মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জ উপজেলার কারুশিল্পীদের পরিপূর্ণ পরিচিতিমূলক তালিকা প্রণয়নসহ কারুশিল্পীদের বিষয়ে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা। দেশব্যাপী জরিপের ধারাবাহিক এ কাজটির ক্ষেত্রে আগামী অর্থ বছরে এ জেলার অবশিষ্ট ৩টি উপজেলায় জরিপ কাজ সম্পাদিত হবে। পরবর্তীকালে একটি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী এ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। কারুশিল্পীদের মান উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ জরিপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

এ বছর কারুশিল্পের মান উন্নয়নে দেশের ৫টি জেলায় ৬টি কারুশিল্পের প্রতিটি মাধ্যমে ১৫ জন করে মোট ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলায় পাটের শিকা, রাজশাহীতে মাটির চিত্রিত পুতুল, মাগুরার শোলার

কারুশিল্প, কিশোরগঞ্জের টেপাপুতুল, চট্টগ্রামের চন্দনাইশে তালপাতার পাখা এবং মিরসরাইয়ে বটনী পাটির উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

আলোচ্য বছরে ফাউন্ডেশনের প্রায় ১,০০০.০০ (এক হাজার)টি নিদর্শন দ্রব্যের আলোকচিত্র ডকুমেন্টেশনের কাজ সম্পন্ন হয়।

কারুশিল্পীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন থেকে চলতি বছর পাটের কারুশিল্প, ধাতব কারুশিল্প (তামা-কাঁসা-পিতল) এবং শীতলপাটি মাধ্যমে ০৪ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। একভরি ওজনের একটি স্বর্ণের পদকসহ নগদ ত্রিশহাজার টাকা ও সনদ প্রদান এ পুরস্কারের অন্তভুক্ত ছিল।

আলোচ্য বছরে বাঁশের তৈরি মাছ ধরার কারুপণ্যের প্রদর্শনী এবং নকশিকাঁথার ওপর ক্যাটালগ, গবেষণামূলক প্রকাশনাসহ বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া সারা বছর জুড়ে নিম্নোল্লিখিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় :

১. ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন;
২. ১ অগ্রহায়ণ/১৫ নভেম্বর নবান্ন উৎসব উদযাপন;
৩. মহান বিজয় উৎসব ও পৌষ পার্বণ উদযাপন;
৪. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে জয়নুল মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন;
৫. ১৪ জানুয়ারি থেকে মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন;
৬. শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়;
৭. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মোৎসব ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন;
৮. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন;
৯. চৈত্রসংক্রান্তি, বৈশাখীমেলা ও বাংলা নববর্ষবরণ উৎসব উপলক্ষ্যে বৈশাখীমেলার আয়োজন;
১০. ১৮ মে বিশ্ব জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা ও জাদুঘর বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন;
১১. ২৮ মে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন;
১২. মৎস্য অবমুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক

দক্ষিণ কোরিয়ার Youngone Corporation এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর (বড় সরদারবাড়ি) Restoration কাজের চুক্তি অনুযায়ী কোরিয়ার Youngone Corporation-এর চেয়ারম্যান মি. কিহাক সাং পুরাতন জাদুঘর ভবন (ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি) এর Restoration কাজ সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশের গৌরবগাথা আমাদের এই নকশিকাঁথা এবং ঐতিহাসিক সোনারগাঁ শিরোনামে ফাউন্ডেশন থেকে দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২৫টি কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বছর ০৭ লক্ষাধিক দেশি দর্শনার্থী এবং দুই হাজারের অধিক বিদেশি পর্যটক ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেছেন। এ সময় দর্শনার্থী প্রবেশ ফিসহ অন্যান্য খাত থেকে প্রায় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- নারায়ণগঞ্জ জেলার তিনটি উপজেলায় লোকশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণের মাধ্যমে (নারায়ণগঞ্জ সদর, বন্দর, আড়াইহাজার) কারুশিল্পীদের পরিচিতিমূলক পরিপূর্ণ তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা;

- পর্যায়ক্রমে ফাউন্ডেশনের সংগৃহীত লোককারুশিল্পের সকল নির্দশন দ্রব্যের ডিজিটাল ডকুমেন্টশন ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ;
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লোককারুশিল্পের প্রচার প্রচারণার নিমিত্ত কারুশিল্পমেলা, প্রদর্শনী, উৎসব, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আলোচনা সভা ইত্যাদি আয়োজন করা;
- কারুশিল্পের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ;
- ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প তৈরির ক্ষেত্রে উৎসাহদানে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- প্রদর্শন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাদুঘর ভবন নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ;
- কারুশিল্পগ্রাম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ;
- জাদুঘর নীতিমালা প্রণয়ন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্পী হাশেম খান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পরিচর্যা, উন্নয়ন ও চর্চা এবং লালন করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার দুর্গাপুর থানাধীন বিরিশিরিতে এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বসবাসরত গারো, হাজং, কোচ, বানাই, ডালু, মান্দাই এসব নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সামাজিক প্রথা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, নৃত্য-গীত, লোকাচার তথা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। কিন্তু কালের বিবর্তনে সেসব আকর্ষণীয়, বর্ণিল মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ হারিয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো একবারেই হারিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটি অত্রাঞ্চলের সেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বিলীয়মান সংস্কৃতি সংরক্ষণ, লালন, চর্চা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নসাধন সহ বৃহত্তর জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিম-লে সেগুলোর বিকাশকে সাবলীল, সহজীকরণ ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত একাডেমির কার্যক্রম

জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সম্মিলিত আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, কালো ব্যাজ ধারণ, শোকর‌্যালি এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৬ শিশুদের নিয়ে নৃত্য-গীত-কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে উদযাপিত হয়।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষায় উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও ভকেবুলারি তৈরি প্রতিযোগিতা এবং বাংলা সুন্দর হস্তাক্ষর এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ প্রভাতফেরি, শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে প্রভাতফেরি, শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন খেলাধুলা এবং সৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে প্রভাতফেরি, শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয়।

হস্তাক্ষর এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতীয় ব্যক্তিত্বদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী এবং ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন ও আলোচনা সভার আয়োজন হয়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী এবং ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন ও আলোচনা সভার আয়োজন হয়।

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উদযাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উদযাপনে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আয়োজনে আনন্দর‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয়।

সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুষ্ঠান

জেলা পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'রাঙ্গামাটি' জেলায়; উপজেলা পর্যায়ে ধোবাউড়া, নালিতাবাড়ি ও ঝিনাইগাতি এবং নিজ উপজেলার চালিতাপাড়া, নোয়াগাঁও, দুবরাজপুর এবং কলমাকান্দায় সাংস্কৃতিক বিনিময় করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাদ্যযন্ত্র প্রশিক্ষণ : গারোদের বাদ্যযন্ত্র 'দামা ও খ্রাম' বাদন; আধুনিক বাদ্যযন্ত্র 'কীবোর্ড' ও 'প্যাড ড্রাম' বাদন এর প্রতিষ্ঠানের শিল্পী ও স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ : নিজস্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং স্ব-কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের জন্য ১৫ (পনেরো) দিনব্যাপী হস্ত শিল্প (ব্লক প্রিন্টিং ও সূচিকর্ম) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১২ জন সক্ষম মহিলা তাদের পরিবারের চাহিদা পূরণে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া তাদের কর্মদক্ষতা এবং বাজারজাতকরণ কৌশলগুলো দেখে আরও ১০ জন মহিলা তাদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং তাদের পরিবারের চাহিদা পূরণের সহায়তা করে আসছে।

নৃত্য প্রশিক্ষণ

কোচ সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য সপ্তাহব্যাপী কোচনৃত্যের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা কার্যক্রম

ঝিনাইগাতি উপজেলার মরিয়মনগরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্য থেকে 'সেরা নাচিয়ে' ও 'সেরা কণ্ঠ' নির্বাচন প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে 'প্রতিভা অন্বেষণ' কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগীতার মাধ্যমে এলাকাতে সংস্কৃতিচর্চা বৃদ্ধি পায় এবং গণমানুষের মধ্যে সংস্কৃতি-ভাবনা উজ্জীবিত হতে চলেছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচালার একাডেমী বিরিশিরি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

নৃত্য প্রশিক্ষণ

সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, সমাজব্যবস্থা, উন্নয়ন; জাতীয় ইস্যু 'মুক্তিযুদ্ধ' এবং বর্তমান সময়ে আলোচিত বিষয় 'তথ্য-প্রযুক্তি' সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়াবলির ওপর ৪ (চার) টি সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে।

প্রকাশনা কার্যক্রম

গবেষণা পত্রিকা 'জানিরা' ২৫তম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। কোচ গানের সংকলন 'বনঃপার' প্রকাশ করা হয়েছে। বানাই, ডালু, হদি, মান্দাইদের ওপর সংকলন 'উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বিবরণ' নামক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী উৎসব আয়োজন

গারোদের ঐতিহ্যবাহী ‘হানড্রেড ড্রামস ওয়ানগালা’, হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ‘দেউলী’ উৎসব এবং কোচ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ‘বিহু’ উৎসব সংশিস্নষ্ট নৃগোষ্ঠীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, আয়োজন ও সহযোগিতায় এবং একাডেমির ব্যবস্থাপনায় মহাসাড়ম্বরে আয়োজিত হয়েছে।

মত বিনিময় অনুষ্ঠান

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, এর উপস্থিতিতে দুর্গাপুর এবং কলমাকান্দা এলাকার রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, সমাজের সুধীমন্ডলী, শিক্ষক, চিকিৎসক, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সাংস্কৃতিসেবক মন্ডলীদের উপস্থিতিতে একটি সংস্কৃতি মত বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দুই উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মত বিনিময় অনুষ্ঠান

অডিও-ভিজ্যুয়াল কার্যক্রম

হাজং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য এবং বানাই নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব ‘বাস্তুপূজা’-এর ওপর ভিডিও-সিডি এবং গারো ভাষায় নির্বাচিত রবীন্দ্র, নজরুল সংগীত ও দেশের গানের অডিও-সিডি তৈরি করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং ঔই সকল সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারার সহিত সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের স্মারক নং-F ২/৪৯/৭৬-(C)/৫০০/৭, Dhaka, Dated- ২২/০৬/১৯৭৬ মূলে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১২ এপ্রিল ২০১০ খ্রিঃ তারিখ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ এর মাধ্যমে এই ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপলাভ করে। বর্তমানে এটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট একটি বিভাগ হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

ঢাকায় পার্বত্য সংস্কৃতি মেলা-২০১৬ আয়োজন : প্রতিবেদনাধীন সালে ‘‘রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি চর্চা, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ’’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় ও বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির ওপর গত ৩১ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল ২০১৬ ইং ৩ (তিন) দিনব্যাপী ঢাকায় **পার্বত্য সংস্কৃতি মেলা ২০১৬** আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি তিন দিনব্যাপী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদ্য জনাব উষাতন তালুকদার ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব বৃষকেতু চাকমা উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনব্যাপী মেলায় রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পীর পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মেলায় ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্ব স্ব ব্যবহার্য ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন সামগ্রী এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

নবম জাতীয় সংসদে বিগত ৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০’ (২০১০ সলের ২৩ নং আইন) পাশ করা হয়েছে। আইনটি প্রবর্তিত হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও লালনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে দেশের মূল স্রোতোধারার জাতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হয়েছে। এ আইন বলবৎ হবার সাথে সাথে ১৯৮৮ সালে কার্যক্রম শুরু করা এ প্রতিষ্ঠানটি **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান** নামে স্বতন্ত্র আইনগত সত্তাবিশিষ্ট সংবিধিবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটির পূর্ববর্তী পরিচিতি ছিল ‘উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান’।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ১ মাস মেয়াদি মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, ম্রো, খেয়াং ও বমদের মোট ১২টি নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৮৪ জন, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও বমদের মোট ৩টি সংগীত প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮৮ জন, ২টি চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৩৫ জন, ২টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৩৬ জন এবং ১টি কবিতা আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৪ বছর মেয়াদি শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীত, নৃত্য ও যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষার ৩টি কোর্সে বিভিন্ন বর্ষের মোট ৯৬ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়।

বার্ষিক ভিত্তিতে আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫’তে ২২৫ জন, মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৬৬ জন, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১২২ জন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৭ জন, জাতীয় শিশু দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৬৮ জন, শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ ও সাংগ্রাই-বিজু-বৈসু উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ষবরণ সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় ২০২ জন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৮ জন এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৭ জন পুরস্কার অর্জন করে।

বান্দরবান সদর উপজেলার ম্রোলং পাড়ার সন্নিকটে জনাব মেনু ম্রো-এর জুমে ম্রোদের নবান্ন উৎসব ‘চামুংপক পই ২০১৫’, পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১৮তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৫ ও পিঠা মেলা’ আয়োজন করা হয় এবং এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৬ জন লোকশিল্পীকে আজীবন সম্মাননা ও ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়। ম্রো ও ত্রিপুরা প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে কর্মশালাভিত্তিক ২টি অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয় এবং তাদের পরিবেশনায় যথাক্রমে ম্রো নাটক ‘টক্রোপ’ (একতা) ও ত্রিপুরা নাটক ‘আরং হঁকস’ (আলো-অন্ধকার) মঞ্চায়ন করা হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার উদ্যোগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ২ মাস মেয়াদি মারমা ভাষা শিক্ষার ৭টি কোর্সে ২০৭ জন, ম্রো ভাষা শিক্ষার ২টি কোর্সে ৪১ জন, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা শিক্ষার ২টি কোর্সে ৪২ জন, বম ভাষা শিক্ষার ৩টি কোর্সে ৯৬ জন, চাক ভাষা শিক্ষার ১টি কোর্সে ৬ জন এবং ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষার ১টি কোর্সে ২৩ জনকে শিক্ষাদান করা হয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালায় আয়োজিত ‘মাতৃভাষায় সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০১৫’তে মারমা ভাষায় ৩৩ জন, বম ভাষায় ৩৫ জন, ম্রো ভাষায় ৩১ জন, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় ৩০ জন এবং চাক ভাষায় ১৩ জন পুরস্কার অর্জন করে। বার্ষিক ভিত্তিতে আয়োজিত ‘রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৫’তে স্কুল পর্যায়ে ৫ জন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৫ জন পুরস্কার অর্জন করে।

শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ ও সাংগ্রাইং-বিজু-বৈসু উৎসব উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত ‘চাকদের সাংগ্রাইং মৈত্রী পানি বর্ষণ ও বুদ্ধস্নান : অতীত, বর্তমান এবং অনাগতের প্রত্যাশা’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় মোট ৬৩ জন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন এবং ‘ম্রোদের নবান্ন উৎসব চামুংপক পই : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় মোট ৪৮ জন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার উদ্যোগে ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০ জন ত্রিপুরা নারী, বমদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০ জন বম নারী এবং মারমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০ জন মারমা নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-র আওতায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক ‘রুমা উপজেলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বিগত জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭৯২.৩৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১,৫৮০.০৫ বর্গমিটার আয়তনের ৩ তলাবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবন-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রের নিচতলায় শব্দ প্রক্ষেপণ যন্ত্র ও আলোক সম্পাত ব্যবস্থাসহ ১টি মঞ্চ এবং ১৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি হলরুম রয়েছে। কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলায় ২টি ও তৃতীয় তলায় ২টি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ‘সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের জন্য

সহায়তা তহবিল'-এর অধীন বিশেষ কর্মসূচি খাতে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক 'বান্দরবান পার্বত্য জেলাব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়ন' শীর্ষক একটি কর্মসূচি নভেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মসূচির মোট ব্যয় ১৬১.৫২ লক্ষ টাকা।

বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খেয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল ও আলোকিত পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার রূপকল্প বাসত্মবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক কর্মকা- পরিচালনা করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকশিল্প, মাতৃভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করার অভিলক্ষ্যে এ ইনস্টিটিউটের সার্বিক কার্যক্রমকে অধিকতর জনসম্পৃক্ত এবং গণমুখী ও সেবাধর্মী করা হয়েছে।

কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

সরকার ৫/১/১৯৯৪ তারিখে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়টিকে 'কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' নামে সরাসরি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় হিসেবে স্থাপন করে কক্সবাজারে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে এ জেলায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যেই এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কক্সবাজারে আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা, আঞ্চলিক নৃত্যগীতসহ পারফর্মিং আর্টের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কক্সবাজারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ পূর্বক জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সথে এতদাঞ্চলের সংস্কৃতিকে সম্পৃক্ত করাই এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইতোমধ্যে ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজার শহরের সমুদ্র সৈকত এলাকায় ২.০০ একর জমির ওপর মনোরম পরিবেশে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি অডিটরিয়ামসহ সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সে এই কেন্দ্র নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০-এর অধীনে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে।

খ) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি

১. কক্সবাজার উন্নয়ন মেলা ২০১৫ উপলক্ষ্যে ৩ (তিন) দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

২. কক্সবাজার রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্যতম ধর্মীয় উৎসব (ওয়াগ্যোয়াইঃ পোয়েইঃ) প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ২ (দুই) দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

৩. ১২টি দেশের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী মহোদয়গণ দেশের পর্যটন নগরী কক্সবাজারে শুভাগমন উপলক্ষ্যে তাঁদের সম্মানে কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

৪. কক্সবাজারে ২ (দুই) দিনব্যাপী চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হয়।

৫. মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে নিজস্ব মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

৬. কক্সবাজারে ৩ (তিন) দিনব্যাপী বিজয়ের সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হয়।

৭. মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শহীদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

৮. কক্সবাজার ডিজিটাল মেলা উপলক্ষ্যে ২ (দুই) দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

৯. ২৬শে মার্চ ২০১৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

১০. পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

১১. কক্সবাজারস্থ অগ্নমেধা বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন মাঠে ৩ (তিন) দিনব্যাপী রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী পানি খেলা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

১২. কক্সবাজার জেলা বইমেলা ২০১৬ উপলক্ষ্যে ৭ (সাত) দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গ) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা

১. ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ;

২. ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার-এর উদ্যোগে গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকালে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ এবং সন্ধ্যায় সমুদ্র সৈকতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাখাইন শিল্পীদলের নৃত্যগীত পরিবেশন;

৩. রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পবিত্র ওয়াগ্যোয়াইঃ পোয়েইঃ/প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ;

৪. ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ;

৫. মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন;

৬. ২৬শে মার্চ ২০১৭ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন;

৭. ২০১৭ সালে ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ ও রাখাইন নববর্ষ/মহাসাগ্রেন পোয়েইঃ ১৩৭৯ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ;

৮. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্ম জয়ন্তী ২০১৭ উদযাপন;

৯. জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

১০. কেন্দ্রের নিয়মিত নৃত্য-গীত প্রশিক্ষণ পরিচালনা;

১১. দেশি-বিদেশি পর্যটক/অতিথিদের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রাখাইন শিল্পীরা

বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠানে রাখাইন শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশন

যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটটি ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে 'খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হলে এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট নামে' পুনঃ আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে এটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এখন সরকারের সম্পূর্ণ অনুদানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ তে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট আটটি প্রতিষ্ঠান অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। যদিও ২০০৩ সাল হতে এটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে বাস্তবে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সেজন্য আমাদের বাস্তবিক কার্যক্রম এখনও চার বছর।

প্রশিক্ষণ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটে দুটি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে। (ক) নিয়মিত প্রশিক্ষণ (খ) বিশেষ প্রশিক্ষণ।

ইনস্টিটিউটে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা গান ও তবলা বাদ্যযন্ত্র-এর ওপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিয়মিত প্রশিক্ষণ-এর আওতায় এ পর্যন্ত ৩০০ ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তাছাড়াও বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মাতৃভাষা প্রশিক্ষণের আওতায় চাকমা ভাষা, ককবরক (ত্রিপুরা) ভাষা, মারমা ভাষার ওপর ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি কোর্সে ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে 'কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গীটার প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর নৃত্য এবং সংগীত, বাদ্যযন্ত্র'-এর ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় নাট্য প্রশিক্ষণ ও মাতৃভাষা (ককবরক) প্রশিক্ষণ, তবলা প্রশিক্ষণ, উচ্চতর সংগীত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সেমিনার

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৪ (চার) টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয় সমূহ হচ্ছে (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষা ও সাহিত্য (খ) লুরিদের জীবনাচার ও সংস্কৃতি (গ) মুক্তিযুদ্ধে খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জাদুঘর

বর্তমানে ইনস্টিটিউটে ছোট একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। এই সংগ্রহশালায় জেলার বসবাসকরী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহের দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যন্ত ৫০টির অধিক দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-বার্গী নোলার বাঁশি, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, তুলার পুতি ইত্যাদি। বর্তমানে জাদুঘরের জন্য একজন কিউরেটর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হয়েছে।

লাইব্রেরি:

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা, গল্প, উপন্যাস, প্রতিবেদন ইত্যাদি নানান বিষয়ের সমন্বয়ে একটি লাইব্রেরী স্থাপনের কাজ চলছে। বিগত অর্থবছরে একটি কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ পাঠকদের জন্য দেশের এবং বিদেশে বরণ্যে লেখকদের প্রায় ১৫০০ বই সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরির প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরেও প্রায় ২০০০ বই সংগ্রহ করা হবে।

উৎসব পালন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচি ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৭ দিনব্যাপী বৈসাবি উৎসব পালন করা হয়েছে। উৎসবে খাগড়াছড়ি জেলার ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের গড়িয়া নৃত্য, মারমাদের পানি খেলা, চাকমাদের উবোগীত-এর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

গবেষণা

বর্তমানে কর্মসূচির আওতায় চারটি বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে (ক) চাকমা সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ, (খ) মারমা সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ, (গ) ত্রিপুরা সমাজের আর্থ সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ (ঘ) মুক্তিযুদ্ধে খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা (ঙ) মারমা সমাজের জাতীয় দিবস পালন : মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষায় রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

বর্তমান অর্থবছরে অত্র ইনস্টিটিউট-এর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে জাদুঘর, লাইব্রেরি, ভিআইপি গেস্ট হাউজ, শোরুম, হোস্টেল কাম ট্রেনিং ডরমেটরিসহ সকল সুবিধা পাওয়া যাবে।

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী

ক. **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :** রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে নিয়মিতভাবে সাধারণ সংগীত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র ও নাটক-এর ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সপ্তাহে ৩ দিন প্রশিক্ষণ ক্লাস এবং বাকি ২ দিন মহড়া ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

খ. **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন :** অমর ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস ও মহান বিজয় দিবসসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদযাপন করা হয়। প্রতিটি দিবসের কর্মসূচিতে প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা, পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গ. **লাইব্রেরী স্থাপন :** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ বিষয়ভিত্তিক বইপত্রের সমন্বয়ে ১টি লাইবেরি স্থাপন করা হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে নতুন নতুন বই ক্রয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরি সমৃদ্ধ হয়েছে।

ঘ. **জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন :** জাতীয় শিশু দিবস, রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী এবং নজরুল জন্ম-জয়ন্তী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদযাপন করা হয়।

ঙ. **অডিও-সিডি/অ্যালবাম তৈরি :** ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ভাষায় ও বাংলা ভাষায় দেশাত্মবোধক গানের সমন্বয়ে ২টি অডিও অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে।

চ. **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিবস ও উৎসব উদযাপন :** উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাহা, সহরাই, কারাম, জিতিয়া প্রভৃতি উৎসব এবং সিঁধু-কানু দিবসসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

ছ. **সেমিনার :** রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহীর আয়োজনে উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা হয় যেখানে বিভাগের ৮টি জেলা থেকেই প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

জ. **মিউজিক ভিডিও :** ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৩টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন গানের ওপর ১ টি মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করা হয়েছে।

ঝ. **কর্মশালা আয়োজন :** রাজশাহী অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির মধ্যে পূজা, প্রকৃতি, প্রেমকেন্দ্রিক, উৎসবকেন্দ্রিক, ব্রতকেন্দ্রিক, ঘটনাকেন্দ্রিক প্রভৃতি বহুধারার সংগীত ও নৃত্যের কোরিওগ্রাফার এবং বাদ্যযন্ত্রীদের সমন্বয়ে পক্ষকালব্যাপী 'প্রশিক্ষণ কর্মশালা' করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

ঞ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হস্তশিল্প মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব *:* রাজশাহী অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নান্দনিক সংস্কৃতিকে সমন্বয় করে একমঞ্চে তুলে ধরা এবং তাঁদের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের প্রচার ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি অর্থ বছরে ৫ অথবা ৩ দিনব্যাপী 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হস্তশিল্প মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব'-এর আয়োজন করা হয়।

ট. **স্যুভেনির সপ :** ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্যুভেনির শপ-এর জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র, সাময়িকী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব হস্তশিল্প, শো-পিস, পোশাক, ফটোঅ্যালবাম, ছবি, পোস্টার, প্রভৃতি প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঠ. **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ঐতিহ্য সংগ্রহশালা স্থাপন :** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক সামগ্রী, ব্যবহার্য গৃহস্থালি সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের অলংকারাদি, শিকারের সাজসরঞ্জাম এবং ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রের সমন্বয়ে জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে নতুন নতুন সংগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রহশালাটি সমৃদ্ধ করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহীর আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব নিযাম উল আযীম।

২৯ অক্টোবর ২০১৫ রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী আয়োজিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী কারাম উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে দলীয় কারাম নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটন ও রাজশাহীর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব মুনির হোসেন, রাজশাহী কোর্ট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসহ অতিথিবৃন্দ।

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজারের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, জেলার বর্ণাঢ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের স্বকীয় সমাজব্যবস্থা, আচার-আচরণ, প্রথা-রীতিনীতি, নিয়মকানুন, উৎপত্তির ইতিহাস প্রভৃতি বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক দরবারে সামগ্রিক নৃগোষ্ঠীর আঞ্চলিক সমাজ বিনির্মাণের উপাদানসমূহ সম্প্রসারণ করা জনমনের প্রত্যাশা।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

উৎসব-অনুষ্ঠান ও সেমিনার

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি (২০১৬) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা; 'বাংলা ভাষা' ও 'মণিপুরী ভাষা' উভয়বিধ ভাষার ওপর সেমিনার আয়োজন করা হয়।

খ. মহান ২৬ মার্চ (২০১৬) জাতীয় স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনা সভা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

গ. ১৪২১ বঙ্গাব্দে মণিপুরীদের ঐতিহ্যসিক্ত বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'বিষু উৎসব' পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ঘ. কমলগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নববর্ষ ১৪২২-২৩ বঙ্গাব্দ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার সাংস্কৃতিক দলের অংশগ্রহণ করাসহ স্বতন্ত্রভাবে একাডেমিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ঙ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট (২০১৫) জাতীয় শোক দিবসে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

চ. মহান জাতীয় বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর (২০১৫) উদযাপন উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের সাথে নানা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়াসহ আলোচনা সভা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ছ. ১৭ মার্চ (২০১৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয়ভাবে পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

০১. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'কৃষ্টি তত্বীয়' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
০২. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'মন্ডপ প্রথা' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
০৩. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'হোলি উৎসব' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
০৪. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'নট পালাগান' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
০৫. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'মৃদঙ্গ বাদন' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
০৬. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'খুপাউসী' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
০৭. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'মণিপুরী এলা' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
০৮. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'মণিপুরী ভাষা-বর্ণলিপি' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
০৯. মণিপুরী সমাজে প্রচলিত 'মণিপুরী রথর এলা' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
১০. সর্বসত্মরের জন্য 'নৃত্য' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,
১১. সর্বসত্মরের জন্য 'সাধারণ গান' বিষয়ে ১০ (দশ) জন,

১২. সর্বসত্মরের জন্য ‘নাটক’ বিষয়ে ১০ (দশ) জন।

১২টি বিষয়ে মোট ১২০ (একশত বিশ) জনকে আমন্ত্রিত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন (২০১৫-২০১৬)

মুদ্রণ ও প্রকাশনা (ম্যাগাজিন)

০১. ‘মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির ইতিহাস’ নামে ০১ (এক) টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

ডকুমেন্টেশন (অডিও, ভিডিও/ চলচ্চিত্র)

১. মণিপুরীদের জীবনালোকে চলে আসা রীতি অনুযায়ী ‘মণিপুরী সমাজের রম্নহিবৃত্তি’ নামে ০১ (এক) টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক যোগাযোগ